তারিখ 31 MAY 2009
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

যুগান্তর

যশোরের কলেজগুলোর শিক্ষার্থী সংগ্রহে দৌড়ঝাঁপ

যশোর ব্যুরো

যশোর শিক্ষাবোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার ফল সন্তোষজনক হলেও মফস্বলের কলেজগুলোতে ছাত্র সংকটের আশংকা করা হচ্ছে। অপরদিকে সেরা কলেজগুলোতে ভর্তির ক্ষেত্রে মেধাবী শিক্ষার্থীদের তুমুল প্রতিযোগিতার মুখে পড়তে হবে। এ নিয়ে অভিভাবকদের ভাবনার অন্ত নেই। চলতি বছর যশোর শিক্ষাবোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত এসএসসি পরীক্ষায় ১ লাখ ৬ হাজার ৯৯৮ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ১ লাখ ৬ হাজার ২৬৪ জন অংশ নেয়। এর মধ্যে উত্তীর্ণ হয়েছে ৭২ হাজার ২৭১ জন। পাসের হার ৬৮ দশমিক ০১। পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ২ হাজার ৩৪৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৪ হাজার ৭৬৭ জন জিপিএ-৫ পেয়েছে। এছাড়া 'এ' গ্রেডে ১৮ হাজার ৪৪০ জন, 'এ' মাইনাস গ্রেডে ১৪ হাজার ৬১০ জন, 'বি' গ্রেডে ১৫ হাজার ৫৯৮ জন, 'সি' গ্রেডে ১৭ হাজার ১৯১ জন ও 'ডি' গ্রেডে ১ হাজার ৬৬৫ জন ছাত্রছাত্রী কৃতকার্য হয়েছে। যশোর মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ১০টি জেলা রয়েছে। জেলাগুলো হচ্ছে— যশোর, নড়াইল, ঝিনাইদহ, মাগুরা, খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর। এসব জেলায় সরকার অনুমোদিত ৪৯১টি কলেজ রয়েছে। এসব কলেজে অন্তত ২ লাখ ২১ হাজার ছাত্রছাত্রীর ভর্তি হওয়ার সুযোগ রয়েছে। শিক্ষা বোর্ডের একজন কর্মকর্তা জানান, ১০ জেলায় মাত্র ২৬টি সরকারি কলেজ রয়েছে। এছাড়া নামিদামি কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে— যশোর ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, শাহীন কলেজ, দাউদ পাবলিক কলেজ, খুলনা মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, খুলনা পাবলিক কলেজ, শেখ আবিত উদ্দিন কলেজিয়েট স্কুল, নওয়াপাড়া মডেল কলেজ, সাতক্ষীরার হাজী জালালউদ্দিন আদর্শ কলেজ, বুদহাটা বিবিএম কলেজিয়েট স্কুল, শৈলকুপার কালীগঞ্জ কলেজ ও যাদবপুর কলেজ। এসব কলেজে মাত্র ২০ থেকে ২৫ হাজার শিক্ষার্থীর ভর্তি হওয়ার সুযোগ রয়েছে। অনেকের মতে, জিপিএ'র ভিত্তিতে ভর্তির নিয়ম বলবৎ থাকায় লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা নেয়ার প্রয়োজন না হলেও মানসম্মত কলেজগুলোতে ভর্তির ক্ষেত্রে ভালো ছাত্রছাত্রীদের চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হবে। সবচেয়ে সমস্যায় পড়েছে মফস্বলের কলেজগুলো। কেননা মফস্বল কলেজগুলোতে শিক্ষার্থীরা ভর্তি হওয়ার পরও এবার প্রায় দেড় লাখ আসন শূন্য থাকার আশংকা করা হচ্ছে। ফলে এখন থেকেই মফস্বলের অনেক কলেজ ছাত্রছাত্রী সংগ্রহের প্রতিযোগিতায় নেমে পড়েছে। যশোরের একটি পৌরসভা উপজেলা হচ্ছে চৌগাছা। এ উপজেলার মোট জনসংখ্যা ২ লাখ ২৫ হাজার। সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী ৫০ হাজার মানুষের জন্য একটি কলেজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কথা। কিন্তু এখানে উচ্চ মাধ্যমিক সমমানের ৩টি মাদ্রাসা ছাড়াও আরও ৯টি কলেজ রয়েছে। চলতি বছর এ উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে মাত্র ১ হাজার ৪৩০ জন এসএসসি পরীক্ষার্থী কৃতকার্য হয়েছে। যারা মেধাবী শিক্ষার্থী তারা শহরের ভালো কলেজগুলোতে ভর্তির অপেক্ষায় রয়েছে। কলেজ পর্যায়ের কয়েকজন শিক্ষকের সঙ্গে আলাপ করে জানা গেছে, যশোরের অন্যান্য উপজেলার অবস্থাও চৌগাছার মতো। এবার মফস্বলের অনেক কলেজের পক্ষে ছাত্র ভর্তি কোটা পূরণ তো দূরের কথা ১০০ শিক্ষার্থী সংগ্রহ করাও সম্ভব হবে না।

দেড় লাখ আসন শূন্য থাকার আশংকা